



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

ভূমিকা

এই অনুচ্ছেদে টিপিডেয়াট্রিক রিউমাটিক রোগ সমূহ চিকিৎসা করার জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে তথ্য দাবে। প্রত্যটি অনুচ্ছেদে চারটি প্রধান অংশ রয়েছে।

১.১.১.১

এই অনুচ্ছেদে ঔষধ এর সাধারণত তথ্য হইর কার্যপ্ৰণালী এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দাবে।

১.১.১.২

এই অনুচ্ছেদে ঔষধ এর মাত্রা সাধারণত কত মিলিগ্রাম/ কজে/প্রতিদিন অথবা কত মিলিগ্রাম/ বডি সারফেস এরিয়া, এর সাথে প্রয়োগের ধরন সম্পর্কে জানা যাবে যেন: পলি, ইনজেকশন, ইনশন)

১.১.১.৩

এই অনুচ্ছেদে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশী হয় সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে।

১.১.১.৪

শেষে অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে প্রধান শিশু রিউমাটিক রোগসমূহের তালিকা, যাতে এই ঔষধসমূহ ব্যবহৃত হবে। ইন্ডিকসেন মানে হচ্ছে ঔষধসমূহ নির্দিষ্টভাবে বাচ্চাদের উপর গবেষণা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়ান মেডেসিনি এজেন্সী অথবা ফুড এন্ড ড্রাগ এডসনিসিষ্টিশন অব ইউনাইটেড স্টেটস এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ এই ঔষধ বাচ্চাদের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, আপনার চিকিৎসক ঔষধ ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত নতি পাবে, যদি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ পাওয়া না যায়।

১.১.১.৫

১৫ বছর আগ পর্যন্ত সমস্ত ঔষধ যা শিশু বাত রোগ এবং অন্যান্য শিশু রোগ চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হত তা শিশুদের উপর সঠিকভাবে গবেষণা করা হয়নি। এতে এটা বুঝা যায় যে, চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করতিনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা বড়দের উপর গবেষণার পরিপিক্ষতি।

পর্যাপক অতীতে শিশু রিউমাটোলজিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দয়াে কঠিন ছিল। অর্থের অভাবে এবং কয়েদে শিশুদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গুলে এর অন্তর্গত কারণে। কয়েকবেছর আগে অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। ইহা সম্ভব হয়েছে ইউ.এস.এ.তে শিশু আইন সবচেয়ে ভাল ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রন করার জন্য এবং শিশু ঔষধ উন্নত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশেষ আইন করার জন্য।

পর্যাপক অতীতে শিশু রিউমাটোলজিতে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দয়াে কঠিন ছিল। অর্থের অভাবে এবং কয়েদে শিশুদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গুলে এর অন্তর্গত কারণে। কয়েকবেছর আগে অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। ইহা সম্ভব হয়েছে ইউ.এস.এ.তে শিশু আইন সবচেয়ে ভাল ফার্মাসিউটিক্যাল নিয়ন্ত্রন করার জন্য এবং শিশু

ঔষধ উন্নত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন বশিষ্ঠে আইন করার জন্য।

উপরোক্ত সম্ভাবনার জন শিশু বাত রোগ এর জন্য অনেকেগুলো ঔষধ অনুমোদন হয়েছে। এতে করে ঔষধ নিয়ন্ত্রন কর্তৃক পক্ষ যমেন-এফ ডিএ, ইউরোপিয়ান ইমারজেন্সি মেডেসিনি এজেন্সী এবং অনেকেগুলো জাতীয় কর্তৃপক্ষ গবেষণা হতে পরাপ্ত তথ্য উপায়ও পর্যবেক্ষন করেছে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী গুলোকে ঔষধের মাত্রা নিরিধারন করে ঔষধ তৈরির অনুমতি দিয়েছে যা শিশুদেরে জন্য নিরিপদ এবং কার্যকর্ম।

শিশু বাত রোগ রোগীদের জন্য ঔষধগুলি হচ্ছে মথো ট্রাক্সটে, ইটানরসপেট, আডালমিউমাব, আবাটাসপেট, টসলিজিউমাব এবং কানাকনিমাব।

আর কিছু ঔষধ ভবিষ্যতে শিশুদেরে উপর ব্যবহারেরে জন্য গবেষণা হবে যার জন্য চিকিৎসার আপনার বাচ্চার উপর গবেষণার জন্য অনুমতি হতে পারে।

আরও কিছু ঔষধ আছে যা শিশু বাত রোগ তে স্পষ্ট ভাবে ব্যবহারেরে অনুমতি নাই যা হচ্ছে এন.এস.এ.আই.ডি. এজাথায়োপ্রিনি, সাইক্লোসপেরিনি, এনাকনিরা, ইনফলক্সিমবে এ সকল ঔষধ ব্যবহারেরে জন্য অনুমতি কোন কারন নাই এবং আপনার ডাক্তার তা ব্যবহার করতে পারে যদি অন্যান্য কোন চিকিৎসা হাতেরে কাছে না পাওয়া যায়।

পরামর্শ

চিকিৎসার পরতি আনুগত্য থাকাকাটা সুস্থ থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অল্প বা বেশী দিন উভয় কষতেরেই।

চিকিৎসার পরতি আনুগত্য মানতে হচ্ছে, ডাক্তার যসেকল চিকিৎসা দবিনে তা নিয়মতি মনে চলা, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নিয়মতি ঔষধ খাওয়া, নিয়মতি ফলো আপ এ আসা, নিয়মতি ব্যায়াম করা, নিয়মতি ল্যাবরটেরী পরীক্ষা করা ইত্যাদি। এসকল উপাদান একসাথে কাজ করে, সমন্বতি কার্যকর্ম পরচালনা করে যা রোগেরে সাথে যুদ্ধ করবে, আপনার বাচ্চাকে শক্তিশালী করবে এবং তাদেরকে সুস্থ রাখবে। ঔষধ কতবার খাবে এবং করিূপ মাত্রায় খাবে তা নিরিধারন করবে শরীর কত মাত্রার ঔষধ এর উপস্থতি পরয়োজন। ঔষধ নিয়মতি না খলে শরীরেরে ঔষধ এর মাত্রা কমবে যাবে এবং রোগ আবার ফিরে আসবে। ইহা পরতিরোধ করার জন্য নিয়মতি ইনজেকশন এবং মুখে ঔষধ খতে হবে।

সফলতায় প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ঔষধ নিয়মতি না খাওয়া। চিকিৎসক প্ৰদত্ত সকল ঔষধ নিয়মতি খলে ও ফলো করলে রোগ নিরিময়রে সম্ভাবনা অনকোংশে বেড়ে যায়। বভিনিন চিকিৎসার জন্য অনকে সময় বাবা মায়েরে উপর কর আরোপতি হয়। এটা বাবা মায়েরে উপর নিরিভর করবে তাদরে শিশু সর্ববেচ্চ চিকিৎসা পাবে কনি সুস্থ থাকার জন্য। অতন্যন্ত দুঃখেরে সাথে বলতে হয়বে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদরে চিকিৎসার পরতি আনুগত্য কমবে যায়, বশিষ্ঠে করে বয়ঃসন্ধতি হচ্ছে এমন শিশুদেরে। এরূপ শিশুরা রোগী হিসেবে পরচিয় দতি চায় না এবং তাদরে চিকিৎসা এড়িয়ে চলে, এজন্য তাদরে রোগও বেশী করে ফবি আসে। নিয়মতি ঔষধ খলে সর্ববেচ্চ সুযোগে থাবাবে রোগ নিরিময়রে জন্য এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য।